একত্রিত শত ভাই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
রজ্জু পাকাইল কৃষ্ণে করিতে বন্ধন।।
ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করিল।
কে করে বন্ধন সভা মোহপ্রাপ্ত হল।।
পরে কৃষ্ণ চলিলেন বিদুরের ঘরে।
বিদুরের পুরাতন ক্ষুদ সেবা করে।।
চৈতন্য পাইয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
কি মোহিনীমন্ত্র জানে দেবকীনন্দন।।
সেইদিন অপমান হ'ল শত ভাই।
কেহ বলে 'বালাজীর হইয়াছে তাই।।'
শুনিয়া সকল লোকে হাসিয়া উঠিল।
কেহ বলে 'বালাজীকে দুর্য্যোধনই বল।।
রামচাঁদ উপনীত ঠাকুরের ঠাঁই।
দণ্ডবৎ করি বলে 'কি হ'বে গোঁসাই।।
যত রামা দেখে তোমা না হইল রান্না।
ঠাকুর বলেন 'পাকঘরে অন্নপূর্ণা।।'
ঘর ছাড়ি মহাপ্রভু এসে বাহিরেতে।
মেয়েদের বলিলেন পাক ঘরে যেতে।।
দয়ার নিদান হরি প্রাঙ্গণে আসিল।
ভক্তগণ ল'য়ে সভা করিয়া বসিল।।
সভায় বসিয়া হরি ডাক দিয়া কয়।
'কোন জন শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয়?
এ গ্রামেতে এতদিন আমি আসি যাই।
এ গ্রামে কে 'কর্ত্তাব্যাক্তি চেনাশুনা নাই।।
সবে বলে 'অই বসে শ্রীচৈতন্য বালা।'
প্রভু কন 'আবশ্যক দু'টা কথা বলা।।'
সবে দেখাইয়া দিল বসিয়া সভায়।
'অই সেই শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয়।।'
প্রভু কন 'মহাশয় কহ দেখি শুনি।
বলিয়াছ আমি কি মোহিনীমন্ত্র জানি।।
তুমি হও বড়জ্ঞানী শুধাই তোমারে।
শুনেছ 'মোহিনীমন্ত্র' মন্ত্র বলে কারে?
শুনিয়া কহিছে বাণী বালা মহাশয়।
মুখেতে সরল ভাষা ক্রোধিত হৃদয়।।
"আমি এই পরগণে সবে যাহা বলি।
মোর কাছে সবে থাকে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।।
আমি যাই ক্রোধ ভরে তাড়াইয়া দিতে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কিছু না পারি বলিতে।।
সভামধ্যে কথা বলি লক্ষজন মাঝে।
রাজদরবারে কিম্বা স্বজাতি সমাজে।।
কাহারো নিকট কিছু শঙ্কা নাহি করি।
আপনার কাছে কিছু বলিতে না পারি।।
তাহাতে এমন আমি মনে অনুমানি।
আপনার যেন জানা আছে কি মোহিনী।।
বাণীনাথ কহে বাণী মৃদু মৃদু হাসি।
"মোহিনী হইতে চাহে বৈষ্ণবের দাসী।।
হরিবোলা সাধুদের ভক্তি অকামনা।
তন্ত্র-মন্ত্র নাহি মানে ব্রজ উপাসনা।।
বিশুদ্ধ চরিত্র প্রেমে হরি হরি বলে।
অন্য তন্ত্র-মন্ত্র এরা বামপদে ঠেলে।।
শুদ্ধাচার কৃষ্ণমন্ত্র ভক্তে জপ করে।
অন্য মন্ত্র জপ-তপ পাপ গণ্য করে।।
মোহিনী গণিকা কামবিলাসী পিশাচী।
তার মন্ত্র হরিভক্তে স্পর্শিলে অশুচি।।
হিংসাবুদ্ধি যারা তারা মিথ্যাভাষী সবে।
তারা সব সভা জিনে মন্ত্রের প্রভাবে।।
পরগণা মধ্যে তুমি মহামান্যবান।
কোটী জনে কথা মানে এমন সম্মান।।
ভক্তিশূন্য রসশূন্য ভাষ অপভাষ।
তথাপি সভার মধ্যে পাও বড় যশ।।
অপকথা কও তবু লোকে মানে কেন?
নিশ্চয়ই মোহিনীমন্ত্র তোমরাই জান।।
ক্রোধ ভরে তুমি কিছু বলিতে নারিলে।
বলিতে পারিবে কেন বলিতে না দিলে।।